সুচেতনা: জীবনানন্দ দাশ[১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯- ২২ অক্টোবর, ১৯৫৪]

উৎস কাব্যগ্রন্থ-বনলতা সেন / (সুচেতনা- শুভচেতনা)

[প্রথম স্তবক:] সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ

বিকেলের নক্ষত্রের কাছে ;

সেইখানে দারুচিনি বনানীর ফাঁকে

নির্জনতা আছে ।

এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা

সত্য; তবু শেষ সত্য নয় ।

[মূলভাব-শুভচেতনা দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন । সর্বত্র বিরাজমান নয় ।পৃথিবীতে যুদ্ধ , রক্তপাত, প্রাণহানী আছে ।তবে এটা শেষ সত্য নয় ।]

[দ্বিতীয় স্তবক:] আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ

পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো

ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু ,

দেখেছি আমারি হাতে হয়ত নিহত

ভাই বোন বন্ধু পরিজন প'ড়ে আছে;

পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;

মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে ।

[মূলভাব- প্রেম, সত্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েও পৃথিবীতে রক্তপাতের ঘটনা ঘটে । এই দুঃসময়েও মানুষ পৃথিবীরই কাছে ঋণী ।]

[তৃতীয় স্তবক:] সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে- এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;

সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;

এ-বাতাস কী পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;

প্রায় ততদূর ভালো মানব-সমাজ

আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে

গ'ড়ে দেবো, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

[মূলভাব- ইতিবাচক এ চেতনার আলো প্রজ্বলনের মাধ্যমেই সকল বিপর্যয় থেকে পৃথিবীর মানুষের মুক্তি ঘটবে। বহু শতাব্দীর মনীষীর প্রচেষ্টায়ই এই মুক্তি তরান্বিত সম্ভব।]

[চতুর্থ স্তবক:] মাটি- পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,

না এলেই ভালো হতো অনুভব ক'রে;

এসে যে গভীরতর লাভ হলো সে-সব বুঝেছি

শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে;

দেখেছি যা হ'লো হবে মানুষের যা হবার নয়-

শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

[ব্যক্তিক ও সামষ্টিক সংকট প্রত্যক্ষ করে পৃথিবীতে মানবরূপে জন্ম না নেওয়াকে আপাতভাবে কাঙ্ক্ষিত মনে না হলেও এই পৃথিবী ও শুভ চেতনা থেকে প্রাপ্তিই শেষাবধি আমাদের গভীরভাবে প্রাণিত ও ঋণী করে। পৃথিবী ব্যাপ্ত অন্ধকার বা অশুভের অন্তরালেই আছে সূযোদয় , মুক্তির দিশা। সুচেতনার বিকাশেই এই আলোকজ্জ্বাল পৃথিবীর দেখা মিলবে, এটিই কবির বিশ্বাস।]